নিরস্ত্র শিল্পীর

জন্য পুলিশ, অস্ত্রধারীদের জন্য নয়!

জয় গোস্বামী

শুভাপ্রসন্নকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে পুলিশ। শুভাপ্রসন্ন পড়ে যেতেন, যদি না শিপ্রাদি, শিল্পী শিপ্রা ভট্টাচার্য, তাঁকে ধরে ফেলতেন। এই দৃশ্য দেখলাম আমরা, রবীন্দ্রসদনের সামনে। বিকেলে সাড়ে তিনটেয়।

পুলিশ কোনও কথা শুনতে চাইছে না, তারা ধাক্কা দিয়ে লাঠি চালিয়ে হঠিয়ে দিচ্ছে জনতাকে। এই জনতা কারা? কী বা করছিল তাঁরা, যার জন্য হঠিয়ে দেওয়ার দরকার হল তাঁদের? কয়েকগুচ্ছ তরুণ-তরুণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছিল রবীন্দ্রনাথের গান। তাঁদের প্রতিবাদ হিসেবে গাইছিল। হঠাৎ তাদের অ্যারেস্ট করতে শুরু করল পুলিশ। আটজনকে প্রথম চোটে তুলে নিল। কেন এদের অ্যারেস্ট করছেন? শুনুন, আমার কথাটা একটু শুনুন এইটুকুই বলতে গিয়েছিলেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন।

আমরা শুভাপ্রসন্নর এই নিগ্রহের পর দেখব অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে? গ্রেফতার করে ভ্যানে তোলা হবে। এবার ওই একই ভ্যানে উঠবেন চিত্রপরিচালিকা অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী বিদীপ্তা চক্রবর্তী। শিল্পী সনাতন দিন্দাকে চড় মারতে মারতে তোলা হবে গাড়িতে। নবীন পরিচালক সুপ্রিয় সেনকে মারা হবে বেধড়ক। চলবে লাঠিচার্জ। গ্রেফতার হবে ১২৫ জন। যাঁদের অধিকাংশই তরুণ-তরুণী। এই লেখা যখন লিখছি, তখন সকলকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে লালবাজারে। সভ্য সরকারের, সভ্য পুলিশ মন্ত্রীর অধীনস্থ এক সভ্য পুলিশের কর্তব্যপরায়ণতার এই এক নতুন নজির।

কেন হঠাৎ শুরু হল ধরপাকড়? পেটানো শুরু হল কেন? কেননা, ডিসি জাভেদ শামিম বললেন, সুবে সে বহুত হো গয়া, আব উঠাও সব শালে কো! হ্যাঁ, বললেন এ কথা। আর শুরু হয়ে গেল ভ্যানে তোলা রবীন্দ্রসদনের সামনে থেকে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না। স্বাভাবিকভাবে, উঠে গেলেন। যদিও শারীরিক নিগ্রহ এড়ানো গেল না তাতেও। কারণ, লাঠিচার্জ তো হলই, দু'বার।

এদিন, দুপুরে। এই শহর দেখেছে গণতন্ত্রকে নিয়ে সরকারের কৌতুক। দুপুর একটা নাগাদ। ধর্মতলা থেকে একটি মিছিল শুরু হয়। মিছিলের গন্তব্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। পরিপূর্ণ শান্ত মিছিল। মানুষ গণতন্ত্রের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দাবি সম্বলিত পোস্টার হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন। মিছিলের মানুষ।

নন্দীগ্রামের বারবার গণহত্যার প্রতিবাদ জানানো পোস্টার হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন তাঁরা। নির্দেশক সুমন মুখোপাধ্যায়, অর্পিতা ঘোষ, পরিচালক অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন এঁরা ছিলেন। আর শক্ত হাতে বুকের কাছে পোস্টার ধরে হাঁটছিলেন তরুণ-তরুণীরা। এই মিছিল, ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের মুখে আসতেই দেখা গেল পুলিশের বিশালবাহিনী কর্ডন করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে ঢাল। তাদের হাতে লাঠি। পুলিশের দু-তিনজন অফিসার এগিয়ে এসে বাধা দিলেন। আর এগোতে পারবে না মিছিল। কেন? একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে কী এখানে? না, সেরকম কিছু নয়। তবু মিছিল যেতে পারবে না। শুভাপ্রসন্ন, সুমন অনেক অনুরোধ করলেন, বললেন আপনারাও চলুন না আমাদের সঙ্গে। দেখুন আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল নিয়ে যাব অ্যাকাডেমি চত্বরে। যেখানে অপেক্ষা করে রয়েছেন অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ। কিন্তু না। অর্ডার নেই। শুভা বললেন, কমিশনার গৌতম চক্রবর্তীর সঙ্গে আমি কথা বলে দেখছি। ফোনটা আমাকে একটু দিন। আই.পি.এস. অফিসার কুলদীপ সিং-এর মুখে তখন ব্যঙ্গের হাসি। কুলদীপ বলছেন, চেনেন যদি নিশ্চয়ই নম্বর আছে আপনার। আপনিই ফোন করুন না। পুলিশরা তখন হাসছেন। মিছিলকারীরা অগত্যা বসে পড়লেন পথের উপরে। অপেক্ষা করলেন প্রায় একঘণ্টা। কিন্তু, পুলিশ অনড়। জরুরি কথা হল, এই মিছিলে কারও সঙ্গে কোনও অস্ত্র ছিল না। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করেনি এই মিছিল। মাইকে গান, কবিতা আর ঘোষণা রেখেছে শুধু। সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন কয়েকজন মানুষ। যারা এই শহরে চিত্রকর, পরিচালক, নাট্য নির্দেশক হিসেবে সবার শ্রদ্ধাভাজন, যাঁরা কখনও অস্ত্র চালাতে শেখেনি, তাঁদের গতি রুদ্ধ করার জন্য বিশাল পুলিশবাহিনী তৎপর হল। আর ঠিক তার আগের দিন, হাতে রাইফেল নিয়ে মুখে কাপড় জড়িয়ে যারা নন্দীগ্রামে দলে দলে গ্রামবাসীকে হত্যা করল, তাদের ক্ষেত্রে পুলিশ সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই মিছিলে কারো সঙ্গে যেমন অস্ত্র ছিল না, তেমনি পরিচয় গোপন করারও দরকার হয়নি কারো। তা হলে কি, অস্ত্র হাতে নিলে, আর মুখে কাপড় জড়ালেই পুলিশ শুধু ছাড়পত্র দেবে এই রাজ্যে?

এর পর, এই মিছিল আবার ফিরে আসে ধর্মতলায়। তার পর ট্যাক্সিতে বা বাসে সকলে এসে উপস্থিত হল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে। সেখানে অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ অপেক্ষা করছিলেন। ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। এসে পৌঁছলেন অঞ্জন দত্ত। মাইকটি হাতে নিয়ে তিনি গাইতে শুরু করলেন 'উই শ্যাল ওভারকাম'।

পল্লব কীর্তনিয়া ছিলেন প্রথম থেকেই। এই গান সমবেতভাবে গলায় নিয়ে আবার হাটতে শুরু করল মিছিল। তাঁর লক্ষ হল নন্দনের সামনে পৌঁছে এই গান গাওয়া। আর প্ল্যাকার্ডগুলো শক্ত করে ধরে রাখা বুকের সামনে। অজস্র তরুণ-তরুণীতে ভরা এই 'আমরা করব জয়' গান গাওয়া মিছিল যখন অ্যাকাডেমির সামনে থেকে রবীন্দ্রসদনের সামনে পৌঁছেছে, তখন তার পথ অবরোধ করল, আবার পুলিশবাহিনী কোথা থেকে এসে গেল। পরপর ভ্যান। তরুণ-তরুণীদের গলায় তখন উঠে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'। বস্তুতপক্ষে তখন পুলিশই পথ অবরোধ করে আছে। ছেলেমেয়েরা বসে পড়েছেন রাস্তায়। আর তাঁদেরই একজন, নবীন চিত্রকর অভিজিৎ মিত্র যখন বলতে গেছেন জাভেদ শামিমকে, আপনারা এই অবরোধ মুক্ত করে দিন, তখনই অভিজিৎ-এর গালে এসে পড়ল থাপ্পড়। ওই শুরু হল মার। শুরু হল লাঠিচার্জ। শুরু হয়ে গেল, উঠা লো শালে কো!

গ্রেফতারের খবর পাওয়ার পর কবি শঙ্খ ঘোষ এসে পৌঁছন অ্যাকাডেমি চত্বরে। আসেন শাঁওলি মিত্র। শঙ্খ, শাঁওলি এবং অপর্ণা লালবাজারে গেছেন এই অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হওয়া তরুণ-তরুণীদের ছাড়িয়ে আনতে। লালবাজারে পৌঁছেছেন বিভাস চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ। যদিও প্রথমে তাঁরা প্রবেশাধিকার পাননি। পূর্ণদাস বাউল চলে এসেছিলেন খবর পেয়ে। অনেক ছেলেমেয়ে লালবাজারের সামনে এখন। আমার মেয়েও আছে তার মধ্যে। যেমন শুভাদার মেয়ে সারাদিন মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এই নতুন ছেলেমেয়েদের কাছে কী উত্তর দেবে এই বামফ্রন্ট সরকার।

কী প্রচণ্ড ভয় পায় এই সরকার, কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষকে! নইলে পুলিশবাহিনী আনবে কেন? কলকাতা শহরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যারা শুভাপ্রসন্নকে হেনস্তা করতে পারে। রবীন্দ্রসদনের সামনে থেকে গ্রেফতার করতে পারে পরমব্রত বা অনন্যাকে। সনাতনকে মারতে মারতে ভ্যানে তুলতে পারে সবার চোখের সামনে। তা হলে, ওই সুদূর নন্দীগ্রামে তারা কী করতে পারে একবার ভাবুন। আস্পর্ধা কোথায় পৌঁছেছে। পথ দিয়ে হেঁটে যাবার স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে পারে এরা। কেননা, সেই হেঁটে যাওয়াও যে প্রতিবাদমূলক হেঁটে যাওয়া। কিন্তু, প্রতিবাদ চিরকাল হেঁটে চলবেই। হাসি পায় ভাবলে গুজরাত-এর নারকীয়তার বিরুদ্ধে এই সরকার কেন প্রতিবাদ করেছিল? গুজরাতকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন বিমান বুদ্ধরা। সত্তর দশকের হত্যাকাণ্ডগুলিকে ইতিমধ্যেই এঁরা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। নন্দীগ্রামে ১০ নভেম্বরের গণহত্যার নারকীয়তার পর, কলকাতায় এই ফিল্ম উৎসবের সুশোভন

উদযাপনকে, শঙ্খ ঘোষের মতো কবির মনে হয়েছে, যেন এক বীভৎস মজা। আজ সারাদিন যা ঘটেছে, যার বিবরণ এতক্ষণ লিখলাম, সেসব ঘটনা কত তুচ্ছ, প্রায় তৃণবৎ, নন্দীগ্রামের হত্যাকাণ্ডের কাছে। সিপিএম-ই শেষ কথা এই রাজ্যে। আজ যখন বুদ্ধদেবের পুলিশ শিল্পী বুদ্ধিজীবিদের তাড়িয়ে দিচ্ছে আর গ্রেফতার করছে কলকাতায়, তখনই নন্দীগ্রামের পূর্ণ দখল নিচ্ছে সিপিএমের ভাড়াটে বাহিনী। এই মুহূর্তে পর পর বাড়ি জ্বলছে সেখানে। মনে রাখতে হবে পতনের আগে যে কোনও ক্ষমতা নিজের আসল চেহারা আর দেখতে পায় না। সে অন্ধ হয়ে যায়। সিপিএমও পৌঁছেছে, অন্ধতা ও নির্লজ্জতার সেই শেষ সীমায়।